নবম অধ্যায়

যুদ্ধ ও হিংস্রতা ঃ সন্ত্রাসবাদ
(War and Violence : Terrorism)

৯.১. যুদ্ধ ও হিংস্রতা (War and Violence)

মানুষের মধ্যে যে পশু-প্রবৃত্তি, তারই প্রকাশ ঘটে হিংস্রতার মধ্য দিয়ে, মানুষ যেখানে বন্য পশুর মতো হিংস্র, রক্তলোলুপ—প্রতিবেশীকে শত্রুরূপে গণ্য ক'রে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে এবং এতেই তার বীরত্ব, তার আনন্দ। আদিম কাল থেকে অদ্যাবধি মানুষের সমাজের ইতিহাস এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ইতিহাস। মনোসমীক্ষক ফ্রয়েড (Freud) সম্ভবত যথার্থই বলেছেন যে, মানুষের জীবন এক দ্বন্দ্বময় জীবন, যেখানে পাশাপাশি দুটি বিপরীতধর্মী প্রবৃত্তির অবস্থান—**প্রেম-ভালবাসার প্রবৃত্তি** (libido) এবং **আত্মহননপ্রবৃত্তি** (thanatos) এবং ঐ আত্মহনন প্রবৃত্তি থেকেই দেখা দেয় অপরকে হনন করে পরিতৃপ্ত হবার বাসনা—কোন সমাজের স্থিতাবস্থাকে বিপর্যস্ত করে, সমাজের মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে, তৃপ্তি লাভের বাসনা।

মানুষের ইতিহাসে বারংবার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ঘটনা এক অনিবার্য ঘটনা, মানবদরদী মহাপুরুষদের কোন প্রচেষ্টা, শান্তির বাণী, যাকে নিবারিত করতে পারে না। সভ্যসমাজের মারণাস্ত্রগুলি পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হওয়ায়, লক্ষ লক্ষ মানুষ যুদ্ধে নিহত হয় এবং জীবিতদের, খাদ্যাভাবে, আশ্রয়ের অভাবে, দুঃখ-দুর্দশা হয় সীমাহীন। একথা ঠিক যে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যথা—ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, ঝঞ্ঝা, জলোচ্ছ্বাস এবং মহামারি, যথা—কলেরা, বসন্ত, প্লেগ ইত্যাদিতেও লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয় এবং জীবিতরা অশেষ দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়। পার্থক্য হল—এসব ঘটনা প্রাকৃতিক, মনুষ্যসৃষ্ট নয়, কিন্তু যুদ্ধ কোন প্রাকৃতিক ঘটনা নয়, তা মানুষেরই সৃষ্টি।

৯.২. যুদ্ধ প্রসঙ্গে ন্যায্যতা (The justification of War)

যুদ্ধ প্রসঙ্গে মানুষের কার্যাবলী অর্থাৎ যুদ্ধে মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ ক'রে যুদ্ধ করা কি ন্যায্য অথবা অন্যায্য ? প্রশ্নটির সঠিক উত্তর প্রদান সহজ ও সরল নয়, কেননা আমাদের নৈতিক বিচার সব সময় অভিন্ন নীতি (moral law) অনুসরণ করে না। যেমন—সমাজের স্বাভাবিক অবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি ঠান্ডা মাথায়, পরিকল্পিতভাবে ১০/১২ জন মানুষকে খুন করে, তাহলে বহু লোকের ঘাতকরূপে সে নিন্দিত, ধিক্কৃত ও কঠোর শাস্তিযোগ্যরূপে বিবেচিত হয়; কিন্তু যুদ্ধে কোন সেনাপতি শতাধিক মানুষকে হত্যা করলে সে তার দেশের বরেণ্য বীররূপে সম্মান লাভ করে।* এই দুই ক্ষেত্রের

* Moral Questions—An Introduction to Ethics. John Nuttall. P. 161.

দুই রকম বিচারের মধ্যে কি সঙ্গতি আছে অথবা তারা সঙ্গতিবিহীন ? বিষয়টিকে একটু স্বতন্ত্রভাবেও বলা চলে—যুদ্ধের সময় যদি লক্ষাধিক মানুষ-হত্যা অনুমোদনযোগ্য হয়, তাহলে কি **ঐ বিশেষ সময়ে সাধারণ নীতিজ্ঞান অনুসারে 'ন্যায়' ও 'অন্যায়ে'র মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না ? অথবা যুদ্ধের সময় বিশেষ কোন ন্যায়-নীতি (moral law) অনুসরণ করা হয়** ? প্রশ্নটি সহজ-সরল নয়, অতীব জটিল এবং সেজন্য **যুদ্ধের প্রেক্ষিতে**, সবিস্তার আলোচনার প্রয়োজন।

ধরা যাক, যুদ্ধকে একটি **'বিশেষ প্রসঙ্গ বা অবস্থা'**রূপে গণ্য করে হত্যাকে 'ন্যায়সম্মত'রূপে সমর্থন করা হয়। এখানে প্রশ্ন হল, যুদ্ধ কোন্ অর্থে 'বিশেষ অবস্থা' ? 'সর্বাত্মক যুদ্ধ' ছাড়া অন্যান্য যুদ্ধেও ঐ 'বিশেষ অবস্থাটি' থাকে? শান্তির পথে দুটি দেশের বিরোধিতার নিষ্পত্তি সম্ভব না হলেই কি দুই দেশের সশস্ত্রবাহিনীর মধ্যে প্রাণঘাতী ভয়ঙ্কর যুদ্ধকে 'ন্যায্য'রূপে সমর্থন করা চলে ? তেমনি, 'বিশেষ অবস্থায়', কোন দেশের নাগরিকরা তাদের সরকারের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র বিপ্লবে (সন্ত্রাসবাদসম্মত যুদ্ধে) যুক্ত হলে তাকে কি 'ন্যায্য' বলা চলে ? তেমনি, কোন বিদেশী শক্তি কোন দেশের একাংশ অধিকার ক'রে থাকলে, বিদেশীদের বিরুদ্ধে স্বদেশীদের হিংসাত্মক কার্যাবলীকে (যেমন, দেশ স্বাধীন হবার পূর্বে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের হিংসাত্মক কার্যাবলী) 'ন্যায়সম্মত' বলা চলে ? এসব ব্যাপারে আমাদের নৈতিক বিচার—ন্যায়-অন্যায়ের বিচার—আমাদের নিজ স্বার্থের সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য স্পষ্টার্থক হতে পারে না। যেমন, চেসেস্কুর (Ceausescu) বিরুদ্ধে 'রোমানিয়ান'দের (Romanian) স্বশস্ত্র বিদ্রোহকে আমরা সমর্থন করি ; তেমনি রাশিয়া (Russia) আফ্‌গানিস্তানের (Afganisthan) একটি বিশেষ অঞ্চল দখল করে থাকা কালে রুশীয় শক্তির বিরুদ্ধে আফ্‌গানদের সশস্ত্র বিদ্রোহকে আমরা সমর্থন করি ; কিন্তু মধ্য প্রাচ্যে (Middle East) পি. এল. ও'-র (PLO) সশস্ত্র বিদ্রোহের অথবা উত্তর আয়ারল্যান্ডে (Northern Ireland) 'আই. আর. এ'-র (IRA) সশস্ত্র বিদ্রোহের তীব্র নিন্দা করি। এই প্রকারে পার্থক্যকরণ কি ন্যায়সম্মত অথবা ন্যায়সম্মত নয় ?* **সর্বাত্মক যুদ্ধের** (all-out war) প্রেক্ষিতে বিষয়টির আলোচনা প্রয়োজন।

৯.৩. সর্বাত্মক যুদ্ধ কি অত্যাবশ্যক? (Is all-out war is a must ?)

এক দেশ যখন অন্য দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন দেশের নাগরিকদের কাছে যে প্রশ্নটি সর্বাগ্রে দেখা দেয় তা হল, যে বিষয়কে কেন্দ্র করে দু-দেশের মধ্যে যুদ্ধ, তা কি ন্যায়সম্মত অর্থাৎ যুদ্ধটি কি ন্যায্য ? প্রশ্নোত্তরের জন্য তিনটি বিষয়ের আলোচনা একান্ত প্রয়োজন।

প্রথমত, জানা প্রয়োজন, বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোন পথ কি আদৌ ছিল না ? দু-দেশের পক্ষে গ্রহণযোগ্য আপস-মীমাংসার পথ উন্মুক্ত থাকা সত্ত্বেও তা যদি গ্রহণ করা না হয়, তাহলে **যুদ্ধটিকে 'ন্যায়সম্মত' বলা যাবে না** এবং সেক্ষেত্রে এটাই বুঝতে হবে যে, যে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে দুটি দেশের মধ্যে যুদ্ধ তা আসল বিষয় নয়, যুদ্ধটি অন্য কোন স্বার্থবুদ্ধি প্রসূত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অতি সাম্প্রতিককালের ইরাকের (Irak) বিরুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধের উল্লেখ করা চলে।

দ্বিতীয়ত, এমন হতে পারে যে, দুটি দেশের মধ্যে সরাসরি যুদ্ধকে পরিহার করার মতো আপসের পথ থাকা সত্ত্বেও একটি দেশের পক্ষে তা গ্রহণযোগ্যরূপে বিবেচিত হয় না, কেননা

* Ibid. P. 162.

দেশটির লক্ষ্য হল, অন্য দেশটির ওপর তার সর্বময় কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করা। **এক্ষেত্রেও যুদ্ধটিকে ন্যায়সম্মত বলা চলে না।**

তৃতীয়ত, গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়টি হল, **যুদ্ধরত দেশের মানুষের কি যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা উচিত অথবা অনুচিত ?** যুদ্ধরত দেশের মানুষ যদিও জানে যে, আলোচনার মাধ্যমে আপস-মীমাংসার পথ উন্মুক্ত ছিল, তথাপি তারা মনে করে যে যুদ্ধের লক্ষ্য (end) যেহেতু 'স্বাধীনতারক্ষা' অথবা 'সমৃদ্ধি বৃদ্ধি' সেহেতু উপায় (means—নরহত্যা) মন্দ হলেও যুদ্ধটি অন্যায্য নয়, ন্যায্য। **এমন অভিমত অসংকোচে গ্রহণ করা চলে না—অসৎ উপায় সৎ উদ্দেশ্যকে অশুদ্ধ করে।** তাছাড়া আবেগের বশে, দেশ-প্রেমের দ্বারা (loyalty) উদ্বুদ্ধ হয়ে অথবা সরকারের প্রচার মাধ্যমের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে দেশের সাধারণ মানুষ এটাই মনে করে, যে লক্ষ্যসাধনের নিমিত্ত তার দেশ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে তা ন্যায্য, ন্যায়সম্মত।

স্পষ্টতই, **প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষেত্রের কোন একটিতেও যুদ্ধকে অসঙ্কোচে 'ন্যায়সম্মত' (Just) বলা চলে না।**

এবার প্রশ্ন হল—এক দেশ যখন অন্য এক দেশকে আক্রমণপূর্বক তাকে অধিকার করতে চায়, তার স্বাধীনতা গ্রাস করতে উদ্যোগী হয় তখন কি দ্বিতীয় দেশের পক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ন্যায়সম্মত ? যাঁরা এই বিষয়টিকে ন্যায়সম্মত বলতে চান না তাঁদের যুক্তি হল—'নর হত্যার অপরাধে যুক্ত হওয়া অপেক্ষা বিদেশী শাসনের অধীনে বসবাস করা অধিকতর কাম্য।' এঁদের এপ্রকার অভিমতের যুক্তিযুক্ততা থাকলেও এমন বলা যাবে না যে, এটাই একমাত্র নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য। বিদেশী শক্তিকে কোনভাবে প্রতিহত করা না গেলে, সেই শক্তির আগ্রাসী মনোভাব ক্রমশই বৃদ্ধি পাবে এবং তার ফলে আক্রান্ত দেশটির দুঃখ-দুর্দশাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। **কাজেই উপযোগিতার দিক থেকে এবং দীর্ঘ-মেয়াদী পরিণামের কথা চিন্তা করে এজাতীয় ক্ষেত্রে যুদ্ধকে ন্যায়সম্মতই বলতে হয়।** মানুষের জীবন যদি মূল্যবান হয়, তাহলে নরহত্যার যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়াই ন্যায়সম্মত। তবে, যুদ্ধে লিপ্ত না-হওয়ার সপক্ষে এই অভিমতটিকে অসঙ্কোচে গ্রহণ করা চলে না, কেননা মানুষের জীবনের অপরাপর মূল্যবান বিষয়কে, যথা—স্বাধীনতা, ন্যায্যতা (justice), সমতা (non-discrimination) ইত্যাদিকে এখানে উপেক্ষা করা হয়। **মানুষের কাছে 'মানুষের জীবন রক্ষা' মূল্যবান হলেও তা 'ন্যায়পরতা' ও 'স্বাধীনতা' অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান নয়, কেননা ন্যায়পরতা ও স্বাধীনতা সুরক্ষিত না হলে মানুষের কাছে 'জীবন ধারণের' কোন মূল্যই থাকে না।** তাহলে এমন কথাই বলতে হয় যে, **কোন দেশ আক্রান্ত হলে সেই দেশের পক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া অন্যায় নয়, ন্যায়সম্মত। এ-হল 'স্বাধীনতা'কে আদর্শরূপে (ideal) গণ্য করে সেই আদর্শ রক্ষার্থে যুদ্ধ।**

তবে, **এপ্রকার আদর্শ-কেন্দ্রিক যুদ্ধকেও নির্দ্বিধায় ন্যায়সম্মত বলা চলে না।** অনেকে বলতে পারেন, এখানে লক্ষ্যটি (end) মহৎ হলেও লক্ষ্য-সাধনের উপায়টি (means) নিতান্ত মন্দ। **লক্ষ্য লাভের উপায় দু-ভাবে মন্দ হতে পারে। প্রথমত, উপায়টি** নিজ দোষে মন্দ হতে পারে। যুদ্ধে লক্ষ্যলাভের উপায়টি হল **নরহত্যা** এবং নরহত্যা নিজগুণে মন্দ। **দ্বিতীয়ত**, উপায়টির দ্বারা কাঙ্ক্ষিত **লক্ষ্যলাভ** (যথা—স্বাধীনতা রক্ষা) হলেও সেই সঙ্গে এমন কতকগুলি ফলাফল অনিবার্যরূপে ঘটে যা নিতান্ত অনাকাঙ্ক্ষিত, যথা—নরহত্যাজনিত জীবিতদের অশেষ দুর্ভোগ। কাজেই **উপায়ের**

দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন যুদ্ধকে ন্যায়সম্মত বলা চলে না, তেমনি **উপায়ের সঙ্গে যদি লক্ষ্যটিও মন্দ হয়, যেমন—অপর দেশের ওপর অধিপত্য বিস্তার যদি যুদ্ধের লক্ষ্য হয়, তাহলে সেই যুদ্ধকে কোনভাবেই ন্যায়সম্মত বলা চলে না।**

৯.৪. যুদ্ধকালীন নৈতিক মান (Moral standard during War)

স্বাভাবিক অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ অবস্থার নৈতিক মানদণ্ড কি যুদ্ধের সময় পরিত্যাগ করা হয় অথবা পরিবর্তিত করা হয় ? যুদ্ধকালে নৈতিক বিচারের—ভাল-মন্দ সংক্রান্ত বিচারের—জন্য কি **বিশেষ কোন মানদণ্ডের** (special moral standard) প্রয়োজন হয় ?

স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণ মানুষের নৈতিকজ্ঞান একথাই বলে যে, যুদ্ধকালে শত্রুপক্ষের সশস্ত্র সেনাদের হত্যা করা ন্যায়সম্মত হলেও অসামরিক মানুষদের, বিশেষত স্ত্রীলোক ও শিশুদের হত্যা করা ন্যায়সম্মত নয়। তেমনি, সম্মুখ সমরে শত্রুপক্ষের যেসব সেনা অস্ত্রত্যাগপূর্বক আত্মসমর্পণ করে, তাদের হত্যা করাও অন্যায়। যুদ্ধকালীন অবস্থায় সাধারণ মানুষের এই নীতিজ্ঞানকে দু-ভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। **প্রথমত,** যুদ্ধকালীন অবস্থায় যুদ্ধের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত সশস্ত্র সেনাদের হত্যা করা ন্যায়সম্মত হলেও অসামরিক ব্যক্তিদের অথবা কারাগারে আবদ্ধ যুদ্ধ-বন্দীদের হত্যা করা অন্যায়। এখানে আমাদের সাধারণ নীতিজ্ঞানকে অমান্য করা হয় না। **দ্বিতীয়ত,** যুদ্ধকালীন অবস্থায় হত্যা-বিরোধী আমাদের সাধারণ নীতিজ্ঞানকে অমান্য করে বলা হয় যে, শত্রুপক্ষের যে কোন মানুষকে হত্যা করা অন্যায় নয়, যদিও অবশ্য অসামরিক ব্যক্তি ও যুদ্ধ-বন্দীদের হত্যা সম্পর্কে, সম্ভব হলে, **বিশেষ ব্যবস্থা** অবলম্বন করা যেতে পারে।

প্রথম ক্ষেত্রটির স্বপক্ষে যুক্তি হল—**যুদ্ধে সশস্ত্র সেনা যখন শত্রুপক্ষের সেনাকে হত্যা করতে উদ্যত হয় তখন, ন্যায়নীতি এবং যুদ্ধবিধি অনুসারে, সে নিজের 'বেঁচে থাকার' অধিকারকেও পরিত্যাগ করে।** কাজেই, যুদ্ধরত সশস্ত্র শত্রুসেনাকে হত্যা করা অথবা শত্রুসেনার দ্বারা নিহত হওয়া, যুদ্ধের প্রেক্ষিতে অন্যায্য কাজ নয়—যদিও অবশ্য যুদ্ধের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয় এমন সব ব্যক্তিদের হত্যা করা অন্যায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, অবসরপ্রাপ্ত কোন সেনা বা সেনাপতিকে হত্যা করাও অন্যায়—কেননা সেখানে যুদ্ধবিধি অনুসরণ করা হয় না।

এখানে যুদ্ধরত দুটি বিরুদ্ধ পক্ষের সশস্ত্র সেনাদের যুদ্ধকে দুটি ব্যক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের (dual) সঙ্গে অথবা মুষ্টিযুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করা চলে।* দ্বন্দ্বযুদ্ধে যদি একজনের তরবারির আঘাতে অথবা পিস্তলের গুলিতে অন্যজন নিহত হয়, তাহলে অভিযোগের কিছু থাকে না এবং ফলত হত্যাটিকে 'ন্যায়সম্মত নয়'-এমন বলাও চলে না। তবে, এজাতীয় ক্ষেত্রেও 'যুদ্ধের নিয়ম' অনুসরণ করতে হয়, না হলে হত্যাটি 'অন্যায্য' বলে বিবেচিত হয়। যেমন, মুষ্টিযুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষকে যদি মুষ্টাঘাতের পরিবর্তে লাথি অথবা তরবারির আঘাতে, অথবা গুলি করে হত্যা করা হয়, তাহলে সেই হত্যাটি 'অন্যায্য'রূপে গ্রাহ্য হয়। একইভাবে, যুদ্ধের সময় যদি আক্রমণকারী সশস্ত্র সেনাকে হত্যা না করে নিরস্ত্র এবং অবসরপ্রাপ্ত কোন সেনাকে অথবা অস্ত্রত্যাগপূর্বক আত্মসমর্পণ করেছে এমন শত্রু সেনাকে, অথবা অসামরিক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়, তাহলে তা অন্যায় হবে।

* Ibid. P. 167.

দ্বিতীয় ক্ষেত্রটিতে সর্বাত্মক যুদ্ধের (total war) উল্লেখ করে অসামরিক ব্যক্তিদের, অবসরপ্রাপ্ত নিরস্ত্র সেনানীদের হত্যা করাকেও অন্যায়রূপে গণ্য করা হয় না। এখানে সাধারণ নৈতিকজ্ঞানকে বাতিল করে এটাই বলা হয় যে, প্রতিপক্ষের কাছে কেবল যুদ্ধের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত সামরিক ব্যক্তিরাই দেশের শত্রু নয়, অসামরিক ব্যক্তিরাও শত্রু, কেননা যুদ্ধ-ব্যাপারে তাদেরও সম্মতির প্রয়োজন হয়। অভিমতটিকে অসঙ্কোচে গ্রহণ করা চলে না। কেননা **কোন অবস্থাতেই আমাদের সাধারণ নীতিজ্ঞানকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করা যায় না,** সর্বাত্মক যুদ্ধেও তার ব্যতিক্রম হতে পারে না। যুদ্ধের বিধি অনুসারে (যেমন, মুষ্টিযুদ্ধের বিধি অনুসারে), প্রতিদ্বন্দ্বীর পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বীকে চরম আঘাত হানা অর্থাৎ হত্যা করা অন্যায় না হলেও ঐ বিধি লঙ্ঘন করে অসামরিক ব্যক্তিকে অথবা আত্মসমর্পণকারী সেনাকে হত্যা করা অন্যায় (মুষ্টিযুদ্ধে তরবারির আঘাতে অথবা গুলি করে প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করা যেমন অন্যায়)। তবে, প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, **সর্বাত্মক যুদ্ধেও আমাদের সাধারণ নীতিজ্ঞানকে সর্বৈব পরিত্যাগ করা হয় না। যেমন, নির্বিচারে নরহত্যাকে সমর্থন করা হলেও নারীর শ্লীলতাহানিকে, বলাৎকারকে সমর্থন করা হয় না।**

৯.৫. লক্ষ্য ও উপায় (Ends and Means)

যুদ্ধের লক্ষ্য কী ?

প্রথমত, যুদ্ধের লক্ষ্য নরহত্যা নয় ; হত্যা হল লক্ষ্যসাধনের উপায়। হত্যা যদি যুদ্ধের লক্ষ্য না হয় তাহলে শত্রুপক্ষের সমস্ত মানুষকে—সামরিক এবং অসামরিক মানুষকে—নির্বিচারে হত্যা করা নীতিগতভাবে সমর্থনীয় নয়। যুদ্ধের সময় দুটি সম্ভাব্য বিকল্প পথের (উপায়ের) মধ্যে তুলনামূলক বিচার করে সঠিক পথটি নির্বাচন করাটাই সমীচীন। **যদি দেখা যায় যে, একটি পথে কম সংখ্যক নরহত্যা করে লক্ষ্যলাভ হয়, আর অন্য একপথে লক্ষ্যলাভের জন্য বেশী সংখ্যক নরহত্যার প্রয়োজন হয়, তাহলে প্রথম পথটিকেই সঠিক বা ন্যায্য পথরূপে (উপায়) গ্রহণ করাই সমীচীন।**

দ্বিতীয়ত, মানুষের দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা ইত্যাদিও যুদ্ধের লক্ষ্য নয় ; তেমনি ইচ্ছাকৃতভাবে শত্রুপক্ষের মানুষের জীবনে এসব সৃষ্টি করাও যুদ্ধের লক্ষ্য নয়। দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা ইত্যাদি হল, লক্ষ্যলাভের জন্য যে উপায় (এখানে 'হত্যা করা') অবলম্বন করা হয় সেই **উপায়ের পার্শ্ব-ফল** (side-effect) বা পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া। এক্ষেত্রেও দুটি সম্ভাব্য বিকল্প পথের (অর্থাৎ 'হত্যা-পথের') মধ্যে তুলনামূলক বিচার করে সঠিক পথটি নির্বাচন করতে হয়। **যদি দেখা যায় যে কোন একটি পথ গ্রহণ করে লক্ষ্যলাভ করতে হলে পার্শ্বফলের (দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা ইত্যাদির) পরিমাণ কম হয়, আর অন্য এক পথ গ্রহণ করে লক্ষ্যলাভ করতে গেলে পার্শ্বফলের পরিমাণ বেশি হয়, তাহলে প্রথম পথটিকেই সঠিক বা ন্যায্য পথরূপে (উপায়রূপে) গ্রহণ করা সমীচীন।** কোন যুদ্ধেই মানুষের অযথা ও সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশা সৃষ্টি একান্তভাবে অন্যায়। আবার বিভিন্ন অস্ত্রাঘাতজনিত দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণা একরকম হয় না, মাত্রাভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে যন্ত্রণাটি তীব্র হলেও সাময়িক হয়। যেমন, গুলিবিদ্ধ অবস্থার যন্ত্রণা তীব্র ও মর্মান্তিক হলেও অচিরেই মৃত্যু ঘটায় তা হয় স্বল্পকাল স্থায়ী। কিন্তু ক্লোরিন গ্যাস জনিত (Chlorine gas) মৃত্যু তাৎক্ষণিক হয় না—ধীরে ধীরে বিষ-ক্রিয়ার ফলে, দীর্ঘকাল ধরে ভোগান্তির পর মানুষের মৃত্যু হয়। এখানেও দুটি পার্শ্ব-ফলের তুলনামূলক বিচার করে সেই পথটি নির্বাচন করতে হয় যে পথে

পার্শ্ব-ফলের—দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা ইত্যাদির—পরিমাণ ও স্থায়িত্ব অপেক্ষাকৃত কম। এই প্রকার **পার্শ্ব-ফলের বিচারেই যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রাদি নির্বাচন করা সমীচীন।**

৯.৬. যুদ্ধে অসামরিক ব্যক্তিদের হত্যা করা কি নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য ? (Is there any moral justification of Killing Civilians in War ?)

যুদ্ধে, অনিবার্যভাবে, অনেক অসামরিক ব্যক্তি নিহত হয়। শত্রুপক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থাৎ **উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে** অসামরিক ব্যক্তিদের হত্যা করতে পারে, আবার যুদ্ধের (লক্ষ্যলাভের উপায়ের) **পার্শ্বফলরূপে** (Side-effect) অসামরিক ব্যক্তি নিহত হতে পারে। এই দুই প্রকার হত্যার মধ্যে—**উদ্দেশ্যমূলকভাবে হত্যা** এবং **পার্শ্বফলরূপে হত্যার মধ্যে**—নীতিগতভাবে কি কোন পার্থক্য করা যায় ? সামরিক ব্যক্তিদের হত্যা করার উদ্দেশ্যে জন-বেষ্টিত সামরিক ঘাঁটিতে বোমাবর্ষণ করে কিছু অসামরিক ব্যক্তিদের হত্যা (পার্শ্বফল) করা, এবং অসামরিক ব্যক্তিদের হত্যা করার উদ্দেশ্যে জনবহুল অঞ্চলে বোমাবর্ষণ করে তাদের হত্যা করার মধ্যে নীতিগতভাবে কোন পার্থক্য করা সম্ভব ?

উপরিউক্ত দুই প্রকার হত্যার মধ্যে **দ্বি-পার্শ্বফল সূত্রের** (Doctrine of double effect) উল্লেখ ক'রে কর্মকর্তার কর্মের দায়বদ্ধতা কিছুটা সীমিত করা হয়। এই সূত্র অনুসারে, **কর্মফল সম্পর্কে অবহিত হলেও যদি সেই কর্মফল লাভের উদ্দেশ্যে কর্তা কর্মটি না করে, তাহলে সেই কর্মফলের জন্য কর্মকর্তাকে দায়ী করা যাবে না।** একইভাবে, সামরিক ব্যক্তিদের হত্যার জন্য সামরিক ঘাঁটিতে বোমাবর্ষণ করলে অসামরিক ব্যক্তিও নিহত হবে, এমন ধারণা থাকা সত্ত্বেও শত্রুপক্ষ যদি কেবল সামরিক ব্যক্তিদের হত্যার উদ্দেশ্যে বোমাবর্ষণ করে এবং তাতে পার্শ্বফলস্বরূপ অসামরিক ব্যক্তিও নিহত হয়, তাহলে সেই পার্শ্বফলের জন্য শত্রুপক্ষকে নীতিগতভাবে দায়ী করা যাবে না। অবশ্য, শত্রুপক্ষ যদি অসামরিক ব্যক্তিদের হত্যার উদ্দেশ্যে বোমাবর্ষণ করে, তাহলে সেই কাজকে ন্যায়সম্মত না বলে অন্যায় বলতে হবে। সার কথা হল—**মুখ্য ফলের (যথা-সামরিক ব্যক্তিদের হত্যা) মতো পার্শ্বফলও (যেমন—অসামরিক ব্যক্তিদের হত্যা) উদ্দেশ্যমূলক হলে, সেই পার্শ্বফলের জন্য কর্মকর্তাকে দায়ী করা যাবে, উদ্দেশ্যমূলক না হলে দায়ী করা যাবে না।** জন্ নাটাল (John Nuttall) একটি উপমা দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বুঝিয়েছেন*—

ধরা যাক, বিরোধীপক্ষের নেতা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তার শিবিরে নিয়ে গেল এইজন্য যে, ১০০ জন যুদ্ধবন্দীদের কোন একজনকে গুলিবিদ্ধ করে আমাকে হত্যা করতে হবে এবং তা করা হলে বাকি ৯৯ জন যুদ্ধবন্দী মুক্তি পাবে। ধরা যাক, আমার বিশ্বাস 'হত্যামাত্রই অন্যায় কাজ' এবং আমি অসম্মত হলে '১০০ জন যুদ্ধবন্দীকেই হত্যা করা হবে'— এমন পরিণামের ধারণা থাকা সত্ত্বেও, নেতার নির্দেশ পালন করতে আমি সম্মত হলাম না। এখানে একজনকে হত্যা না করার পার্শ্বফল হল ১০০ জন নিহত হওয়া, যে পার্শ্বফল (পরিণাম) সম্পর্কে আমার ধারণা থাকলেও যা আমার **অভিপ্রেত ছিল** না। কাজেই, দ্বি-পার্শ্বফল-সূত্র অনুসারে এখানে ঐ ১০০ জন যুদ্ধবন্দীর হত্যার জন্য আমাকে দায়বদ্ধ করা যাবে না।

* Ibid. P. 171

একইভাবে, সেনা-ঘাঁটিতে বোমাবর্ষণের ফলে অসামরিক ব্যক্তি নিহত হলেও, দ্বি-পার্শ্বসূত্র অনুসারে, অসামরিক ব্যক্তিদের হত্যার জন্য শত্রুপক্ষকে দায়ী করা যাবে না। এখানে অসামরিক ব্যক্তিদের হত্যা করা লক্ষ্যসাধনের (সামরিক ঘাঁটির ধ্বংস সাধনের) উপায় বা পথ (means) নয়—সামরিক ঘাঁটির ওপর সঠিকভাবে বোমাবর্ষণ করা গেলে অসামরিক ব্যক্তিদের হত্যা না ক'রে কেবল সামরিক ব্যক্তিসহ ঘাঁটিটাই ধ্বংস করা সম্ভব ছিল। কাজেই, লক্ষ্য যেখানে কেবল সামরিক ব্যক্তিদের হত্যা করা, সেখানে পার্শ্বফলরূপে অসামরিক ব্যক্তি নিহত হলেও সেই হত্যাকে অন্যায় বলা সঙ্গত হবে না।

তবে, **শত্রুপক্ষের মনোবলকে দুর্বল করার** জন্য যদি অসামরিক ব্যক্তি-অধ্যুষিত লোকালয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে বোমাবর্ষণ করে তাদের হত্যা করা হয়, তাহলে **যারা সেই বোমাবর্ষণের আদেশ দেয় এবং যারা সেই আদেশ পালন করে,** তাদের উভয়পক্ষকেই সেই কাজের (হত্যার) জন্য দায়ী করতে হবে। তবে, এক্ষেত্রেও ঐ প্রকার হত্যার স্বপক্ষে পরিণামের উল্লেখ করে, যুক্তি দেওয়া যেতে পারে—'যদি এমন হয় যে কিছু সংখ্যক অসামরিক ব্যক্তিকে হত্যা করে অধিক সংখ্যক ব্যক্তির জীবন রক্ষা করা যায়, তাহলে সেই হত্যাকে অসঙ্গত বলা যাবে না। উল্লেখযোগ্য যে, 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিরোশিমা ও নাগাসাকি অঞ্চলে আণবিক বোমা বর্ষণের স্বপক্ষে এমন যুক্তি দেবারই প্রচেষ্টা করা হয়।'[১]

৯.৭. পূর্ণযুদ্ধ বা সর্বাত্মকযুদ্ধ (Total War)

সব রকম অস্ত্র ও শক্তিসহ এবং শত্রুপক্ষের সবকিছুকেই—যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, যানবাহন, খাদ্যভাণ্ডার, পানীয় জল-ভাণ্ডার, গবাদিপশু, নির্বিচারে সব মানুষ, প্রভৃতিকেই—শত্রুরূপে গণ্য করে যে যুদ্ধ তাই হল পূর্ণযুদ্ধ বা সর্বাত্মক যুদ্ধ (total war)। তাছাড়া, যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে যুক্ত প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী (combatant) এবং প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয় এমন অ-প্রতিদ্বন্দ্বীদের (non-combatant) মধ্যে পার্থক্য করা গেলেও কার্যত, বিশেষত আধুনিক যুদ্ধে, তা অনুসরণ করা সম্ভব হয় না। বর্তমানকালের উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ফলে যেসব মারণাস্ত্র নির্মিত হয় তাদের প্রয়োগের সময় কারা সক্রিয় প্রতিযোগী এবং কারা সক্রিয় প্রতিযোগী নয়, কারা সামরিক ব্যক্তি এবং কারা সামরিক ব্যক্তি নয়, এমন কোন পার্থক্য করা সম্ভব হয় না। সাম্প্রতিক কালের অতি-বিধ্বংসী মারণাস্ত্র-নির্ভর যুদ্ধ পূর্ণযুদ্ধ বা সর্বাত্মক যুদ্ধে পরিণত হয়, যেখানে **শত্রুপক্ষের সমগ্র দেশটাই—তার অর্থনৈতিক সম্পদ, উৎপাদনজাত সম্পদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সম্পদ এবং সর্বোপরি**—সামরিক-অসামরিক—সমগ্র মানবসম্পদ—**শত্রুরূপে চিহ্নিত হয়।**

পূর্ণযুদ্ধে অসামরিক ব্যক্তিদেরও শত্রুরূপে চিহ্নিত করার যুক্তি হল—অসামরিক ব্যক্তিরা প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত না হলেও প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত যোদ্ধাদের নানাভাবে সাহায্য করে। যেমন, কল-কারখানায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা যুদ্ধাস্ত্র তৈরী ক'রে তা সরবরাহ করে। সেনারা কেবল অস্ত্রশস্ত্রাদির ওপর নির্ভরশীল নয়, তাদের যোগাযোগ-ব্যবস্থা, পরিবহন ব্যবস্থা, কম্পিউটার, পরিধেয় বস্ত্র, বাসস্থান, খাদ্য ইত্যাদির ওপরও নির্ভর করতে হয়। কাজেই এসব ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাও

১. 'It is this sort of reasoning which is used to try to justify .... the A. bomb attacks on Heroshima and Nagasaki during the Second World War', Moral Question—An Introduction to Ethics—John Nuttall. P. 171.

যুদ্ধে নানাভাবে সাহায্য করে। এমনকি, সন্তান উৎপাদন ক'রে মায়েরাও দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনায় (long term contribution) ভাবীকালের সেনা সরবরাহ ক'রে যুদ্ধে সাহায্য করে। কাজেই, পূর্ণযুদ্ধে এরা সবাই শত্রুপক্ষরূপে চিহ্নিত হয়। **অবশ্য এক্ষেত্রেও দুই ধরনের উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্য করা চলে** এবং সেই পার্থক্য অনুসারে এমন বলা চলে যে, একটি ক্ষেত্রে অসামরিক ব্যক্তিদের হত্যা সমর্থনযোগ্য হলেও অন্য ক্ষেত্রে তা সমর্থনযোগ্য নয়। সমরাস্ত্র—গুলি, বারুদ, বোমা ইত্যাদি উৎপাদন করে সেসব যুদ্ধে ব্যবহারার্থে সৈন্যদের সরবরাহ করা এবং খাদ্যবস্তু উৎপাদন করে সেসব ক্ষুধা নিবারণের জন্য সৈন্যদের সরবরাহ করা—এই দুটি বিষয়ের মধ্যে মূলগত পার্থক্য আছে। মারণাস্ত্র প্রয়োজন হয় তাদের, যারা মানুষ হত্যা করে; কিন্তু খাদ্যবস্তু প্রয়োজন হয় তাদের, যারা মানুষকে হত্যা করে এবং যারা মানুষের জীবন রক্ষা করে। যারা খাদ্য সরবরাহ ক'রে সব মানুষের জীবন রক্ষা করে, যারা আহতদের সেবা-শুশ্রূষা ক'রে তাদের সুস্থ জীবন দান করে, যারা গৃহ নির্মাণ করে মানুষকে বসবাসের সুযোগ দান করে, সেইসব অসামরিক ব্যক্তিদের যুদ্ধে নির্বিচারে হত্যা করা নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থনযোগ্য হতে পারে না।

অবশ্য, পূর্ণযুদ্ধ বা সর্বাত্মক যুদ্ধে যুদ্ধবাজরা উপরোক্ত নৈতিক যুক্তিটিকে অস্বীকার করে বলেন—**যুদ্ধে নৈতিকতা এক বিলাসিতা (luxary) মাত্র**—যুদ্ধ এমনই এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যেখানে আমাদের সাধারণ নীতিজ্ঞানকে বাতিল না করলে চলে না— যুদ্ধজয়কে সম্ভব করতে হলে কেবল যুদ্ধনীতিকে অনুসরণ করে নির্বিচারে হত্যার প্রয়োজন হয়। **পূর্ণযুদ্ধে লক্ষ্য উপায়কে পরিশুদ্ধ করে** (end justifies the means)—**সে উপায় যাই হোক না কেন**। বিবদমান দুটি গোষ্ঠীর প্রত্যেকেই মনে করে, যে লক্ষ্য নিয়ে নিজ পক্ষ যুদ্ধ করে তা ন্যায়সম্মত এবং বিপক্ষের লক্ষ্য ন্যায়সম্মত নয় এবং **সেজন্য প্রত্যেকপক্ষই মনে করে যে, ন্যায়সম্মত লক্ষ্যসাধনের নিমিত্ত যে উপায় গ্রহণ করা হয় তাও ন্যায়সম্মত।**

তবে, পূর্ণযুদ্ধে 'সাধারণ নীতিজ্ঞান এক বিলাসিতামাত্র' অথবা পূর্ণযুদ্ধে 'লক্ষ্য উপায়কে পরিশুদ্ধ করে'—এমন অভিমত সর্বাংশে সত্য নয়। অনেক ক্ষেত্রে পূর্ণযুদ্ধেও শত্রুপক্ষের নারীদের ওপর বলাৎকার ক'রে অথবা মানুষের সম্পদ লুটপাট ক'রে অসামরিক ব্যক্তিদের মধ্যে সন্ত্রাস বা আতঙ্ক সৃষ্টি করাকে নীতিগতভাবে সমর্থন করা হয় না। যুদ্ধের ইতিহাসে এমন অনেক নজির আছে—'নিজ পক্ষের এক বা একাধিক সেনা বিপক্ষের এক বা একাধিক অসামরিক মহিলাকে ধর্ষণ করেছে' এই বার্তা জানার পর সেনাধ্যক্ষ তাকে বা তাদের সেই অপরাধে হত্যা করেছে। নীতিবোধই মানুষকে পশু থেকে ভিন্ন করে, মানুষকে মনুষ্যত্ব প্রদান করে—**যুদ্ধের সময়েও মানুষ তার এই মনুষ্যত্ব-বোধকে সর্বৈব পরিত্যাগ করতে পারে না।** কাজেই, এমন বলা চলে না যে, 'পূর্ণযুদ্ধে বা সর্বাত্মক যুদ্ধে নৈতিকতা একটা ভ্রান্তি বা বিলাসিতা'; এমন বলাও চলে না যে, 'লক্ষ্য ভাল হলে উপায়ের ভালত্ব বিচার্য নয়'। লক্ষ্য উপায়ের মালিন্যকে পরিশুদ্ধ করতে পারে না।

৯.৮. যুদ্ধ ও সন্ত্রাসবাদ (War and Terrorism)

সন্ত্রাসবাদ কী ? (What is Terrorism ?)

এক দেশের সঙ্গে অন্য এক দেশই কেবল সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয় না, অনেক সময় এক দেশের সরকারের (government) বিরুদ্ধে সেই দেশেরই এক বিশেষ গোষ্ঠী-মানুষ সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত

হয়। শাসক ও শাসিতের মধ্যে যখন কোন সহজ সম্পর্ক থাকে না, শাসক যখন শাসিতকে নানাভাবে বঞ্চিত করে, এমনকি মানবাধিকারেও হস্তক্ষেপ করে, তখন শাসিতের মধ্যে পুঞ্জীভূত প্রতিবাদী মনোভাব কোন এক সময় সশস্ত্র বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। শাসকের বিরুদ্ধে এ-প্রকার বিক্ষোভ এক সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত হয়—একদল মানুষ সরকারের আইন অমান্য করে, সরকারী অফিসে অগ্নি সংযোগ করে, শাসকদের যত্রতত্র গুলিবিদ্ধ করে অথবা হাত-বোমা নিক্ষেপ ক'রে হত্যা করে। এ-সংগ্রাম প্রত্যক্ষ বা সম্মুখ সংগ্রাম নয়—সরকারের বিপুল সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুষ্টিমেয় প্রতিবাদীর সম্মুখ সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া বাতুলতা মাত্র। এ সংগ্রাম হল—আত্ম-পরিচয় গোপন রেখে শাসক শক্তির সঙ্গে মুষ্টিমেয় প্রতিবাদী শাসিতের সংগ্রাম, যেখানে প্রতিবাদীরা নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে সুযোগ ও সুবিধা মতো অতর্কিত আক্রমণে শাসক শক্তিকে নানাভাবে পর্যুদস্ত করে। এদের লক্ষ্য একটাই—অরাজকতার সৃষ্টি ক'রে, শাসকবর্গকে আতঙ্কপীড়িত ক'রে সরকারের সংস্কারসাধন অথবা সরকারের পতন।

একদল বিক্ষুব্ধ মানুষ দেশের সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে উপরোক্ত প্রকারে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তাকে বলা হয় 'সন্ত্রাসবাদ' (Terrorism) এবং বিদ্রোহীদের বলা হয় 'সন্ত্রাসবাদী' (Terrorist)।

সন্ত্রাসবাদীরা কি অপরাধী ? (Are the terrorists criminals ?)

সন্ত্রাসবাদীদের দাবী হল, তাদের সশস্ত্র বিদ্রোহ এক ধরনের যুদ্ধ—সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (War against the government) ; কিন্তু সরকারের বক্তব্য হল, সন্ত্রাসবাদীরা আইন অমান্যকারী অপরাধী এবং তাদের কার্যকলাপ অপরাধমূলক কার্যকলাপ (Criminal activities)। কিন্তু সরকারের বক্তব্যের সঙ্গে তার কার্যকলাপের কোন সঙ্গতি নেই। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন বা বিদ্রোহ দেখা দিলে সরকার **প্রথমত,** সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে **যুদ্ধ ঘোষণা** (waging war) করে এবং **দ্বিতীয়ত,** সন্ত্রাসবাদীদের অতর্কিত আক্রমণকে **কাপুরুষোচিতরূপে** (Cowardly) নিন্দা করে। এই দুটি বিষয়ই—'যুদ্ধ-ঘোষণা' এবং 'কাপুরুষ' বিশেষণ প্রয়োগ—এটাই নির্দেশ করে যে, সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপকে 'অপরাধমূলকরূপে' এবং সন্ত্রাসবাদীদের 'অপরাধী'রূপে গণ্য করা হয় না। 'যুদ্ধ ঘোষণা' করা হয় শত্রু দেশের বিরুদ্ধে, অপরাধীর বিরুদ্ধে নয়। তেমনি 'কাপুরুষোচিত' কথাটি যুদ্ধ প্রসঙ্গে সেনাবাহিনী সম্পর্কেই প্রয়োগ করা হয়, অপরাধী সম্পর্কে নয়। কাজেই, এমন কথাই বলতে হয় যে, **সরকার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলকে 'যুদ্ধরূপে' এবং সন্ত্রাসবাদীদের 'সেই যুদ্ধে যুক্ত শত্রু সেনারূপে' গণ্য করে।** আসলে সাধারণ মানুষের মধ্যে সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী মনোভাব জাগ্রত করার জন্যই সরকার সন্ত্রাসবাদীদের 'ভীরু' এবং তাদের কার্যকলাপকে 'কাপুরুষোচিত' বিশেষণে বিশেষিত করে।

সন্ত্রাসবাদ এক ধরনের লড়াই—আদর্শের জন্য লড়াই—সে আদর্শ যুক্তিসম্মত হতে পারে আবার ভাবাবেগ-প্রসূতও হতে পারে। স্বাধীনতা আন্দোলন এমন এক লড়াই বা যুদ্ধ—বিদেশী শাসকের অপশাসনের বিরুদ্ধে স্বদেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ স্বদেশীদের মৃত্যুপণ-যুদ্ধ। বিদেশী শাসক বিজিত দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার জন্য স্বাধীনতা আন্দোলনকে (independence movement) 'অপরাধমূলক'রূপে এবং স্বাধীনতা যোদ্ধাদের 'অপরাধীরূপে' ঘোষণা করে। আদর্শের লড়াই-এ মৃত্যুপণ করে যারা অসম যুদ্ধে (বিপুল স্বদেশী বা বিদেশী-সৈন্যবাহিনী সঙ্গে মুষ্টিমেয় স্বাধীনতা

যোদ্ধার যুদ্ধ) অবতীর্ণ হয় তারা 'ভীরু' নয় এবং তাদের অনেক কার্যকলাপকে নীতিগতভাবে সমর্থন করা না গেলেও, তাদের 'অপরাধী'রূপে গণ্য করা চলে না। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন এক ধরনের যুদ্ধ (War), ভ্রষ্টাচার সরকারের বিরুদ্ধে— তা বিদেশীদের সরকার হতে পারে আবার নিজ দেশেরও হতে পারে— আদর্শবাদী (সেই আদর্শ সঠিক হতে পারে আবার ভ্রান্তও হতে পারে) সন্ত্রাসবাদীদের যুদ্ধ।

সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের আন্দোলনের মূলে কোন রাজনৈতিক কারণ (political cause) **থাকে**— রাজনৈতিক অপশাসন থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করাই হল সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য। অপরাধমূলক সংগঠনের (criminal organisation), যথা আন্তর্জাতিক দুষ্টচক্র মাফিয়ার (Mafia) কার্যকলাপের মূলে এমন কোন রাজনৈতিক কারণ থাকে না। অবশ্য এই প্রকারে রাজনৈতিক কারণ দর্শিয়ে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সঙ্গে অপরাধমূলক মাফিয়া-চক্রের পার্থক্যকরণ সর্বদা সঠিক হয় না। সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের আন্দোলনের মূলে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকলেও, সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত অনেক সময় সন্ত্রাসবাদীদের অপরাধমূলক কার্যকলাপে—চুরি, ডাকাতি ইত্যাদিতে— যুক্ত হতে হয়—যদিও অবশ্য সন্ত্রাসবাদীরা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী সৎ উদ্দেশ্যের জন্য অসৎ উপায় গ্রহণ করাকে 'অপরাধমূলক' বলে মনে করে না। তেমনি আবার মাফিয়া-চক্রের কার্যকলাপ মূলত অপরাধমূলক হলেও সেই দুষ্কর্মসাধনের জন্য অনেক সময় তাদের রাজনৈতিক বিষয়েও যুক্ত থাকতে হয়—আন্তর্জাতিক অপরাধের সঙ্গে যুক্ত থাকার ক্ষেত্রে **এক দেশের গুপ্ত তথ্য অন্য দেশে পাচার করতে হলে** বিভিন্ন দেশের ভ্রষ্টাচার রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়— উৎকোচস্বরূপ বিপুল অর্থ দিয়ে তাদের কাছ থেকে গুপ্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। তবে, এসব সত্ত্বেও, উপরোক্ত দুটি ক্ষেত্রে, **সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সঙ্গে অপরাধমূলক সংগঠনের মূলগত পার্থক্য আছে। প্রথমটির লক্ষ্য হল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন, আর দ্বিতীয়টির লক্ষ্য হল, বিপুল অর্থের বিনিময়ে একদেশের গুপ্ত-সংবাদ অন্য দেশে পাচার করা, যা এক জঘন্যতম অপরাধ।**

সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের কার্যকলাপ কি ন্যায়সম্মত বা সমর্থনযোগ্য ? (Are the actions of terrorist organisation justified ?)

সন্ত্রাসবাদীদের সশস্ত্র আন্দোলন যদি যুদ্ধের (war) সমতুল্য হয় তাহলে যুদ্ধের সব কার্যকলাপকে যেমন ন্যায়সম্মতরূপে গণ্য করা চলে না, সন্ত্রাসবাদীদের সমস্ত কার্যকলাপকেও তেমনি সমর্থন করা চলে না। তেমনি আবার, স্বাভাবিক অবস্থায় ন্যায়সম্মত নয় এমন অনেক কার্যকে যেমন যুদ্ধকালে সমর্থন করা হয়, তেমনি অনেক কার্যকে, যাদের স্বাভাবিক অবস্থায় সমর্থন করা হয় না, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে তাদের ন্যায়সম্মতরূপে গণ্য করা হয়। যুদ্ধের লক্ষ্য অনুসারে কার্যসিদ্ধি হলে সেই কার্যকে যেমন ন্যায়সম্মত বলা হয়, সন্ত্রাসবাদের লক্ষ্য অনুসারে কার্যসিদ্ধি হলেও সেই কাজকে সমর্থন করা হয়। যুদ্ধের সময় যেমন ন্যায়-অন্যায় বোধকে পুরোপুরি বাতিল না করে তাকে যুদ্ধের প্রেক্ষিতে সংশোধন করা হয়, সন্ত্রাসবাদেও তেমনি ন্যায়-অন্যায়ের স্বাভাবিকবোধকে সর্বৈব পরিত্যাগ না করে আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তাকে সংশোধন করে গ্রহণ করা হয়।

সাধারণ মানুষ সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে সমর্থন করলেও, অনেকক্ষেত্রে তারা যে পথ বা উপায় গ্রহণ করে (যথা—হত্যার মাধ্যমে লক্ষ্যলাভ) তাকে ন্যায়সম্মতরূপে গণ্য করতে পারে না। অসৎ উপায়ের মাধ্যমে লক্ষ্যসিদ্ধি হলে সেই লক্ষ্য সৎ হতে পারে না—এটাই হল

সাধারণের অভিমত। শাসকদলের মধ্যে আতঙ্কসৃষ্টির উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসবাদী যখন সম্মুখযুদ্ধে কোন সশস্ত্র সেনাকে হত্যা করে তখন দেশের সাধারণ মানুষ তেমন ব্যথিত হয় না, সন্ত্রাসবাদীর প্রতি বিক্ষুব্ধ হয় না ; কিন্তু সন্ত্রাসবাদী যখন কোন নিরস্ত্র সেনাকে অতর্কিত আক্রমণে হত্যা করে অথবা আতঙ্কসৃষ্টির উদ্দেশ্যে কোন অসামরিক নিরীহ মানুষকে হত্যা করে তখন সাধারণ মানুষ নিদারুণভাবে ব্যথিত হয় এবং সন্ত্রাসবাদীকে ধিক্কৃত করে। শাসকবর্গ আবার এজাতীয় ঘটনাকে (নিরীহ মানুষের বা নিরস্ত্র সেনার হত্যাকে) অতিরঞ্জিত ক'রে বিভিন্ন সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করে যাতে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ সরব হতে পারে। নিরীহ মানুষ হত্যা কখনই সন্ত্রাসবাদীদের অভিপ্রেত হতে পারে না, যদিও এমন ঘটনা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে প্রায়শই ঘটে থাকে। **এ প্রকার অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটার কারণ হল—ভ্রান্ত তথ্য ও নিশানা।** উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো গেল—

ধরা যাক, 'সামরিক বাহিনী-বেষ্টিত তাদের অস্ত্রসম্ভার-পূর্ণ একাধিক গাড়ি একটি বিশেষ পথ ধরে বিশেষ সময়ে যাবে'—এই গোপনতথ্য পূর্ব থেকে জানার পর সন্ত্রাসবাদীরা সেই পথে গুপ্তভাবে কিছু বিস্ফোরক পদার্থপূর্ণ বোমা রেখে দেয় ; কিন্তু দৈবাৎ সেই পথে এবং সেই সময়ে বিবাহ উপলক্ষে একদল লোক যাবার সময় বোমা-বিস্ফোরণে তাদের অনেকেই নিহত হয়।

অথবা ধরা যাক, ঐ পথে এবং একই সময়ে **সেনাদলের সঙ্গে** বিবাহ উপলক্ষে একদল লোকও যাবার সময় সন্ত্রাসবাদীরা সেনাদলকে লক্ষ করে বোমা নিক্ষেপ করলেও নিশানা ঠিক না হওয়ায় সেসবই বিবাহ উপলক্ষে যাত্রীদের ওপর নিক্ষিপ্ত হয় এবং তাদের অধিকাংশ নিহত হয়।

উপরিউক্ত দুটি ক্ষেত্রের কোনটিতেই অসামরিক ব্যক্তিদের হত্যা করা সন্ত্রাসবাদীদের অভিপ্রেত ছিল না—সেনাদের হত্যা করাই ছিল অভিপ্রায়। সশস্ত্র সেনাদের হত্যা প্রসঙ্গেই অসামরিক ব্যক্তি নিহত হয়েছে। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে যদি যুদ্ধের (War) সমতুল্যরূপে গণ্য করা হয় তাহলে এজাতীয় হত্যাকে, **দ্বি-পার্শ্বফল-সূত্র অনুসারে** (৯.৬ দেখ) সমর্থন করতে হয়।

তবে, সন্ত্রাসবাদীরা যদি, আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য, পরিকল্পিতভাবে অসামরিক নিরীহ ও নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে সেইসব ক্ষেত্রে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় এবং যার ফলে কেবল অসামরিক ব্যক্তিরাই নিহত হয়, তাহলে সন্ত্রাসবাদীদের সেই কর্মকে সমর্থন না করে অন্যায়রূপে গণ্য করতে হয়। যুদ্ধের (War) ক্ষেত্রেও কর্মের নৈতিকবিচার—ভাল-মন্দের বিচার—একইভাবে করা হয়। সম্মুখ যুদ্ধে সশস্ত্র শত্রুসেনাকে হত্যা করা দুঃখজনক হলেও অন্যায় নয়, কিন্তু অবসরপ্রাপ্ত নিরস্ত্র সেনাকে অথবা নিরীহ অসামরিক ব্যক্তিকে হত্যা করা কেবল দুঃখজনক নয়, তা যুদ্ধের নৈতিকতা অনুসারে অন্যায়ও।

পরিশেষে, যুদ্ধের (War) পটভূমির উল্লেখ করে (কেননা সন্ত্রাসবাদী-বিদ্রোহ যুদ্ধের সমতুল্য) সন্ত্রাসবাদসম্মত আন্দোলনের নৈতিকতা বিচার করা যাক। যুদ্ধের নৈতিকতা অনুসারে হত্যা যদি সমর্থনযোগ্য হয় তাহলে সেই নৈতিকতা অনুসরণ করে যে কোন হত্যাকে কি সমর্থন করা যাবে ? বিষয়টি জানার জন্য যুদ্ধের নৈতিকতার মূল কি তা জানা প্রয়োজন। **যুদ্ধরত সেনা মাত্রই 'জীবনের অধিকারকে' (right to life) ' বেঁচে থাকার অধিকার'কে পরিত্যাগ করে। 'আমি যেমন শত্রুসেনাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছি, সেও আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হবে ; আমার কাছে তার বেঁচে থাকার যেমন অধিকার নেই, তার কাছেও আমার বেঁচে থাকার অধিকার নেই'— এটাই হল**

যুদ্ধরত সেনাদের নৈতিকবোধ। যুদ্ধরত সৈনিকের 'নিজের বেঁচে থাকার অধিকার' না থাকলে, যুদ্ধরত শত্রুসেনার 'বেঁচে থাকার অধিকার'ও তার কাছে থাকতে পারে না। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুসেনার কাছে সে যেমন নিজের জীবন উৎসর্গ করতে পারে, তেমনি শত্রুসেনার জীবনাবসানও ঘটাতে পারে। যুদ্ধের নৈতিকতা অনুসারে তাই 'হত্যা' নিন্দনীয় বা অন্যায় নয়। সাধারণ নীতিজ্ঞান অনুসারে 'হত্যা'মাত্রই নিন্দনীয় ও অন্যায় হলেও যুদ্ধের নীতি অনুসারে হত্যা মাত্রই নিন্দনীয় বা অন্যায় নয়। তবে 'যুদ্ধে হত্যা নিন্দনীয় বা অন্যায় নয়'—যুদ্ধের এই নিয়ম থেকে এমন সিদ্ধান্ত নিষ্কাশন করা চলে না যে, ' যে কোন অবস্থায় এবং যে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা যুদ্ধে নিন্দনীয় বা অন্যায় নয়।' যুদ্ধের নৈতিকতা অনুসারে 'হত্যা' সমর্থনীয় হলেও যে কোন হত্যাকে—যুদ্ধেও সমর্থন করা হয় না। অর্থাৎ যুদ্ধের প্রেক্ষিতে সাধারণ নৈতিকজ্ঞানকে অবহেলা করা হলেও তাকে পুরোপুরি অস্বীকার করা হয় না। **যুদ্ধের নৈতিকতা হল সাধারণ নৈতিকতার এক পরিবর্তিতরূপ এবং সেই পরিবর্তন করা হয় যুদ্ধের পটভূমির প্রেক্ষিতে**—শত্রু সেনাকে হত্যা না করলে লক্ষ্যসিদ্ধ সম্ভব হয় না। কাজেই যুদ্ধের প্রেক্ষিতে শত্রুসেনাকে হত্যা করা অন্যায় নয়। লক্ষ্য সাধনের জন্য অসামরিক ব্যক্তিকে হত্যা করা আবশ্যিক নয় ; কাজেই যুদ্ধের প্রেক্ষিতেও অসামরিক ব্যক্তিদের হত্যা করা সমর্থনযোগ্য নয়।

সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপের নৈতিকতা একইভাবে বিচার করতে হয়, যেখানে কিছু হত্যা সমর্থনযোগ্য হলেও সব হত্যা সমর্থনযোগ্য নয়।

প্রশ্নাবলী
(Questions)

১. যুদ্ধের নৈতিক ভাল কাজ এবং নৈতিক মন্দকাজের মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে ? বিষয়টি সবিস্তার আলোচনা কর। [৯.৪ ও ৯.৭]
(In war, is their any distinction between morally good and morally bad actions ? Discuss this in detail.)

২. যুদ্ধে কি সবই ভাল বা পরিচ্ছন্ন ? [উঃ ৯.১-৯.৪]
(Is all fair in war ?)

৩. যুদ্ধের 'লক্ষ্য' এবং 'উপায়' বলতে কী বোঝায় ? 'উপায়'কে নৈতিকভাবে সমর্থন করা যায় কি ? [উঃ ৯.৫ ও ৯.৬]
(What are the ends and means of war ? Can the 'means' be morally justified ?)

৪. পূর্ণযুদ্ধ বা সর্বাত্মক যুদ্ধ বলতে কী বোঝায় ? পূর্ণযুদ্ধে নৈতিকতা কি বিলাসিতামাত্র ? আলোচনা কর। [উঃ ৯.৭]
(What is meant by 'total war' ? Is morality a luxary in total war ? Discuss.)

৫. 'সন্ত্রাসবাদ' বলতে ঠিক কী বোঝায় ? যুদ্ধের সঙ্গে সাদৃশ্যের উল্লেখ করে সন্ত্রাসবাদ ব্যাখ্যা কর। [উঃ ৯.৮]
(What exactly is meant by 'Terrorism' ? Explain terrorism stating its similarity with the war.)

৬. সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের কার্যকলাপ কি ন্যায়সম্মত বা সমর্থনযোগ্য ? আলোচনা কর। [উঃ ৯.৮]
(Are the actions of terrorist organisation justified ? Discuss.)